

আমি চোখ বন্ধ করে গান শুনছি। মোটাদাগে বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গানবাজনা করা এবং শোনা দুটোই হারাম। যারা আমাকে গান শোনাচ্ছে, তারা বাদ্য বাজাচ্ছে না। শুধু গুনগুন করছে। মানুষ হলে গুনগুন করে কী বলছে সেটা বোঝার চেষ্টা-তকলিফ করতাম। এখন সেটা করছি না। কারণ গান মানুষ শোনাচ্ছে না। গান শোনাচ্ছে কতিপয় মশা। এদের গানের অর্থ সোলায়মান (আ.) হলে বুঝতেন। আল্লাহ তাঁকে পশুপাখির ভাষা বোঝার দারুণ ক্ষমতা দিয়েছিলেন। আমি সাধারণ মানুষ, আমাকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়নি।

এই মুহূর্তে একটা ব্যাপার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। মশাগুলো এতো জায়গা রেখে কানের কাছে এসে গুনগুন করে কেন? ওরা কি রক্ত খাওয়ার আগে এবং পরে আমাদেরকে আমাদের রক্ত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য দিতে চায়?

যেমন খাওয়ার পর হয়তো কানের কাছে এসে বলে—ভাই সাহেব, আপনার রক্ত খেলাম। মজা না। রক্তে শ্বেতকণিকার পরিমাণ বেশি। দয়া করে বেশি করে মানকচু খাবেন। আর কাঁচকলা।

আচ্ছা মানকচু কি আসলেই শ্বেতকণিকা কমায়? আমার মাথায় হঠাৎ করে মানকচু কোথেকে আসলো? বেশ বিরক্ত লাগছে। হাতের এক চাপড়ে কানের কাছে আয়োজিত মশাদের এই সংগীত অনুষ্ঠানকে ভেঙে দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সেটা করতে পারছি না। কারণ আমার ঘরে চোর ঢুকেছে। আমি চাচ্ছি না চোর বুঝুক যে আমি জেগে আছি। তাহলে আর তাকে ঠিকমতো ধরা যাবে না। ব্যাটাকে ধরা হবে। ছাই দিয়ে ধরা হবে। তবে অপরাধ সংঘটিত হবার আগে নয়। সমস্যা হলো এখনও পর্যন্ত চোর কোনো অপরাধ করছে না।

ঘরটা পুরোপুরি অন্ধকার হওয়ায় পেন্সিল ব্যাটারির একটা টর্চ দিয়ে সে কিছুক্ষণ আগে আমার বই এর তাকগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। এখন চেয়ারে বসে পা নাচিয়ে টর্চ দিয়ে কী একটা বই পড়ছে। বইপড়ুয়া চোর আমি এই জীবনে প্রথম দেখলাম।

ব্যাটার চেহারাটা দেখতে পারলে ভালো হতো। দেখা যাচ্ছে না। সে বসেছে আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে। আমি ইচ্ছা করলেই এখন বিছানার চাদর তার মাথার ওপর দিয়ে তাকে জাবড়ে ধরতে পারি। কিন্তু তাকে ধরার জন্যে বইপড়ার অপরাধটা গুরুতর মনে হচ্ছে না। এই অপরাধে কাউকে চোর হিসেবে আটকানোটাও যুক্তিযুক্ত নয়। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি আরও কিছুক্ষণ ঘুমের ভান ধরে পরে থাকব। কিছু একটা চুরি করলেই তাকে ধরা হবে।

সে অবশ্য চুরি করছে না; বরং এখন সে চেয়ার ছেড়ে উঠে আমার বিছানার একদম কাছে চলে এসেছে। আমার দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে। আমি চোখ বন্ধ করে ঘাপটি মেরে পড়ে আছি। আমার বালিশের নিচে শফিকের রেস্টুরেন্ট থেকে পাঠানো ব্যবসার লভ্যাংশের পঞ্চাশ হাজার টাকা। আমি অপেক্ষা করছি কখন চোর বালিশের নিচে হাত গলিয়ে টাকাটা ছোঁবে। ঠিক তখনই তাকে ধরা হবে। আমি চোর ধরার চূড়ান্ত মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছি। এখন শুধু খপ করে হাত ধরার বাকি। ঠিক সেই মুহূর্তে চোর আমাকে অবাক করে বলে উঠল,

আব্দুল্লাহ ভাই

হু

আমি চোখ মেলে তাকালাম। সে জিজ্ঞেস করল,

ঘুমাচ্ছেন?

না

চিনতে পারছেন?

না। চিনতে পারছি না।

আমি ইরাম। অভিদের বাসায় থেকে পরীক্ষা দিয়েছিলাম। মনে পড়েছে?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কেমন আছ ইরাম?

ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ।

চেয়ারটা নিয়ে এসে আমার সামনে বসো।

ইরাম চেয়ার নিয়ে এসে বসতে বসতে বলল,

আপনি কি ভয় পেয়েছেন?

সামান্য পেয়েছি।

ইরাম হাসছে। আমি আধো শোয়া হয়ে উঠে বসলাম।

এতো রাতে কী মনে করে?

এসেছি ভাই অল্প আগে, আপনার ঘরে ঢুকে দেখি আপনি ঘুমাচ্ছেন। তাই আর ডাকাডাকি করিনি। চিন্তা করলাম আপনি তো শেষ-রাতে মাসজিদের বারান্দা খুঁজতে বের হবেনই। তখনই কথা বলা যাবে।

হুম। ভালো করেছে।

ইরাম হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এখন আড়াইটা বাজে। এখনই কি বের হবেন।

তিনটার দিকে বের হব ইন শা আল্লাহ। তুমি কেন এসেছ বলো?

ইরাম কিছু বলছে না, মাথা নিচু করে বসে আছে।

মাস্ক কই তোমার ইরাম? করোনা ভাইরাসের এই যুগে, কেউ তো মাস্ক ছাড়া বের হয় না।

পরতে ভুলে গেছি আব্দুল্লাহ ভাই।

হুম। তুমি কি এখনও অভিদের বাসাতেই আছ?

জি।

অভিদের সবার কি করোনা পজিটিভ?

ইরাম গম্ভীর মুখে বলল, জি না ভাই। ওরা সবাই ভালো আছে।

তাহলে? অন্য কোনো ঝামেলা হয়েছে?

ইরাম হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। শান্ত গলায় বলল,

এই লকডাউনের মধ্যে সোনিয়া ব্যাগট্যাগ, টাকা-পয়সা নিয়ে আমার খোঁজে অভিদের বাসায় চলে এসেছে।

সোনিয়া কে?

আপনি সোনিয়াকে দেখেছেন। যেদিন রাতে পাজেরো নিয়ে রাস্তায় আমার সাথে দেখা করেছিলেন, সেই দিন আমার সাথে একজন মেয়ে ছিল, মনে আছে?

ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। সোনিয়ার সমস্যা কী? তুমি কি লকডাউন এর কারণে ওর সাথে দেখা করা বন্ধ করে দিয়েছ।

লকডাউন হবার অনেক আগেই ওর সাথে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ করেছি। ইসলামে ফেরার পর থেকে ওর সাথে আর কোনো যোগাযোগ রাখিনি। সোনিয়া জেদি মেয়ে। কেউ ওকে এইভাবে ছেড়ে চলে যাবে, এটা সে সহজভাবে নিতে পারেনি। অনেক দিন কোনোই যোগাযোগ ছিল না। আজকে হঠাৎ দেখি কীভাবে যেন সে আমার খোঁজ পেয়েছে। অভিদের বাসার ঠিকানা জোগাড় করে, তার চাচাকে নিয়ে হুট করে অভিদের বাসায় চলে এসেছে।

তুমি এই খবর পেয়ে আমার বাসায় চলে এসেছ?

ইরাম কিছু বলছে না, শুধু হাসছে। তার হাসিটা রহস্যজনক। এই হাসির অর্থ যদি আমি বুঝে থাকি তাহলে ঘটনা অনেক দূর গড়িয়েছে। আমি শান্ত গলায় বললাম, সোনিয়া কি এখন অভিদের বাসায়?

জি না আব্দুল্লাহ ভাই। এখানেই আছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। প্রপার পর্দা করে এসেছে। বোরখা পরা। তারপরও বাইরে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আপনার অনুমতি ছাড়া ঘরে ঢুকবে না।

কী বলছ এসব? তুমি কি ওকে বিয়ে করে ফেলেছ?

জি আব্দুল্লাহ ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। বিবাহ সম্পন্ন করেছি। ওর একজন ওয়ালিসহ সম্পূর্ণ নিয়ম মেনে বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে।

ও।

আর বোলেন না আব্দুল্লাহ ভাই। এতিম মেয়ে সোনিয়া। বড় হয়েছে তার এক চাচার কাছে। যেই চাচা তাকে বড় করেছে। তাকে সাথে করে নিয়েই অভিদের বাসায় চলে এসেছে সোনিয়া। এসে খালাকে জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না! খালা যত নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করে, সে তত শক্তি দিয়ে খালাকে চেপে ধরে। আমার সাথে দেখা না করে সে একচুলও নড়বে না। আমিও কোনোরকম জেনার কাছে যাব না বলে ঠিক করেছি। সুতরাং বিয়ের আগে সোনিয়ার সাথে দেখা করার প্রশ্নই ওঠে না। আমি খালাকে বললাম, ও যদি ওর অতীতের সেকুলার জীবন ভুলে সম্পূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে বিয়ে করে ওর সাথে আমি দেখা করব। এ ছাড়া দেখা হবে না, নো ওয়ে আউট।

প্রস্তাব শুনেই সোনিয়ার চাচা হাসি হাসি মুখ করে বলল,

আলহামদুলিল্লাহ। সোনিয়া তোমার সব শর্তে রাজি।

এরপর আপনার ফুপা সোনিয়ার চাচার সাথে বসে মহরানা ঠিকঠাক করেছেন। তারপর কাজি ডাকিয়ে আমাদের বিয়ে পড়িয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ।

সোশাল ডিস্টেন্সিং এর এই আমলে সোনিয়া ফুপাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করছে। তুমি আবার সেই মেয়েকে বিয়ে করে গভীর রাতে বাইরে ঘোরাঘুরি করছ। করোনা নামক ভাইরাসটার ইজ্জতের দিকে সামান্যতম খেয়াল করছ না তোমরা। এটা কি ঠিক হচ্ছে?

ইরাম মুচকি হেসে বলল, ভাই আপনি মজা করছেন, আর ওইদিকে আমি পরেছি বিরাট ঝামেলায়।

কী ঝামেলা?

কানকাটা মজিদের নাম তো শুনেছেন আব্দুল্লাহ ভাই। শীর্ষ সন্ত্রাসীর লিস্টে তার নাম এক-দুই নম্বরে ওঠা-নামা করে। র‍্যাব এর হাতে পরলে ক্রসফায়ার খাবে কোনো ভুল নেই। এই লোক সোনিয়ার খালাত ভাই।

এটা তো ঝামেলার কিছু না; বরং সুসংবাদ। বাংলাদেশের একজন সেলিব্রিটি তোমার আত্মীয়। তোমার তো ক্ষমতা বাড়ল। ইদানীং ভালো মানুষের আত্মীয়তায় কোনো লাভ হয় না, খারাপ মানুষের আত্মীয় হলে নানাবিধ সুবিধা পাওয়া যায়।

আপনি যা ভাবছেন ব্যাপারটা সে রকম না আব্দুল্লাহ ভাই। কানকাটা মজিদের প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই সে সোনিয়াকে বিয়ে করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে। মজিদ একটা খুনি, কয়েকটা খুন করেছে। সোনিয়া আর আমাকে খুন করা তার বাঁ-হাতের খেল। ইতিমধ্যে আমাদের বিয়ের খবর অভিদের বাসার নিচের দারওয়ান জানার আগে মজিদের কানে পৌঁছে গেছে। শুনলাম সে তার দলবল নিয়ে নিজেই আমাদের সাথে দেখা করতে আসছে। আমার মাথা আর কাজ করছিল না। সোনিয়াকে নিয়ে বের হয়ে সরাসরি আপনার এখানে চলে এলাম। আপনি আল্লাহর ইচ্ছায় এই বিপদ থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারেন।

আমি? কীভাবে?

সেটা তো জানি না আব্দুল্লাহ ভাই। আল্লাহ আপনাকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছেন, আপনি পারবেন। আমি শুধু এইটুকু জানি।

বেশ ঝামেলায় পড়া গেল। ছেলেটা তার বউকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আমার উচিত মেয়েটাকে ভেতরে আসতে বলা। কিন্তু এখন বলা যাবে না, আমার দরজার বাইরের বারান্দায় এখন সে নিরাপদেই আছে। আরও কিছুক্ষণ ওখানটায় দাঁড়িয়ে থাকুক। বাড়ি থেকে ছুট করে বের হয়ে আসবা আর কষ্ট সহ্য করবা না, তা তো হয় না।

আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। জোব্বা গায়ে জড়ালাম, আইশার বাবার দেয়া বিশেষ মাস্কটা বের করলাম। বেশ দামি জিনিস। মাস্কের সামনে একটা ঘুলঘুলি আছে। নিঃশ্বাস ছাড়লে কিংবা কথা বললে সেই ঘুলঘুলির দরজা খুলে যায়। আবার কথা শেষ হলে ঘুলঘুলি বন্ধ হয়ে যায়। অভিনব ব্যাপার। টুপ করে ঘুল ঘুলি গলে ভাইরাসের ঢুকে পরার সুযোগ নেই। আমি সযত্নে মাস্কটা দিয়ে মুখ-নাক ঢেকে নিলাম। পাগড়ি পরলাম। মাসজিদের বারান্দার খোঁজে বের হতে হবে।

ইরাম।

জি আব্দুল্লাহ ভাই।

আমি বের হয়ে গেলে তুমি তোমার স্ত্রীকে বলবে ঘরে প্রবেশ করতে। আমি বের হবার আগে না। ঠিক আছে?

জি।

ধোয়া বিছানার চাদর টেবিলের ওপর ভাঁজ করে রাখা আছে, সেটাকে বিছিয়ে নেবে। আমি দু-একদিন বাইরে থাকব। আমি না আসা পর্যন্ত তোমরা এখানে থাকবে। খুব জরুরি কোনো কাজ ছাড়া বের হবে না।

জি আচ্ছা আব্দুল্লাহ ভাই।

দুপুরের আর রাতের খাবারের জন্যে পাশে ভাই ভাই রেস্টোরাঁ আছে। সেখান থেকে নিয়ে এসে ঘরে বসে খাবে। আর আমার বালিশের নিচে পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা বান্ডিল আছে। যা প্রয়োজন হয় খরচ করবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ করবে না। ঠিক আছে?

আব্দুল্লাহ ভাই, টাকা লাগবে না।

লাগবে টাকা। আচ্ছা আমি এখন বের হচ্ছি।

আমিও আপনার সাথে একটু আসি আব্দুল্লাহ ভাই?

নতুন বিয়ে করেছ বউকে সময় দাও। মজিদ সাহেব ছুট করে এসে পরলে তো আর সময়ও দিতে পারবা না।

ইরাম কিছু বলছে না। চোখে নিশ্চয়ই হতাশা ফুটে আছে। আমি সেই দিকে তাকাচ্ছি না। এখন কোনো হতাশা আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এখন আমি মাসজিদের বারান্দা খুঁজতে বের হচ্ছি, নিজের রবেবর সামনে দাঁড়াব। এর থেকে আনন্দের আমার জন্যে আর কী হতে পারে!

ঘর থেকে বের হয়ে আসার সময় বুঝতে পারছিলাম ইরামের স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। আমাকে দেখেই কিছুটা পিছিয়ে গেল। আমি ভেবেছিলাম সে সালাম দেবে। দেয়নি। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা আমার ভালো লেগেছে। সঠিকভাবেই পর্দা করে এসেছে সে আলহামদুলিল্লাহ। ইরাম দ্বীনের বুঝটাও মেয়েটাকে দিতে পেরেছে। সাধারণত এমন হয় না। মেয়েগুলো আবেগের বসে বিয়ের জন্যে পাগল হয়। তখন ইঁদুর মারার বিষ খাওয়ার শর্ত জুড়ে দিলেও এক বাক্যে রাজি হয়ে যায়। কিছু মেয়ে তো নিজেকে সত্যবাদী প্রমাণ করতে এক-আধটু বিষ হাসিমুখে খেয়েও নেয়। এই মেয়ের বেলায় সেটা হয়নি। এই মেয়ে ইসলামে

প্রত্যাবর্তন করেছে। আমার অনুভূতি অন্তত তা-ই বলছে। আসল ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

আমি মেস ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলাম। রাতের বেলা সোডিয়াম লাইটের আলোয় রাস্তাগুলোকে প্রশস্ত দেখায়। সেই প্রশস্ত রাস্তা ধরে হাঁটলে অন্তরও প্রশস্ত হয়। নবিজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পড়তে থাকতেন। রাস্তার ডান পাশ ধরে হাঁটতেন। আমিও তা-ই করছি, রাস্তার ডান পাশ ধরে হাঁটছি আর নিজেকে বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, “আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।” বেশ ভালো লাগছে। সব ধরনের দ্বাসত্বের শৃঙ্খল থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি। একমাত্র আল্লাহকে ইলাহ হিসেবে মেনে নিচ্ছি। এর আনন্দ অন্যরকম। আর এই আনন্দ আরও বেড়ে যায়, যখন মাসজিদের বারান্দায় নিজের ইলাহর সামনে দাঁড়ানোর সুযোগ হয়। আজকের রাতটা মাসজিদেই কাটাতে হবে। সকালে অনেক কাজ। সোনিয়ার খালাত ভাই শীর্ষ সন্ত্রাসী কানকাটা মজিদকে খুঁজে বের করতে হবে। শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে সে দেখতে কেমন তা এখন আঁচ করা যাচ্ছে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শীর্ষ সন্ত্রাসীরা দেখতে আলাভোলা হয়। যে যত বড় সন্ত্রাসী, যে যত বড় খুনি তাকে দেখতে তত বেশি নিরীহ মনে হয়। কানকাটা মজিদ দেখতে কেমন সেটা এখনো রহস্য। তাকে কেনই-বা কানকাটা মজিদ ডাকা হয়, সেটাও জানার ইচ্ছা আছে। তার কি একটি কান কাটা? কোনো দুর্ঘটনায় কি তার একটি কান কাটা পড়েছিল। যার কারণে তার নাম হয়ে গেছে কানকাটা মজিদ। আবার অনেকের ছোটবেলায় বিশেষ কারণে এবং কুসংস্কারের বেড়াজালে পড়ে একটি কান ফুঁড়িয়ে দেয়া হয়। সেই ছোটবেলা থেকে কান ফোঁড়ানো বলেই কি তাকে কানকাটা মজিদ ডাকে সবাই? এটা হবার কথা না। কান ফোঁড়ানো থাকলে, মানুষ তাকে কানফোঁড়া মজিদ ডাকত, কানকাটা মজিদ ডাকবে কেন?

মজিদ সাহেবের সাথে দেখা হলে এই রহস্যের একটা সুরাহা হবে। শীর্ষ সন্ত্রাসীরা যেমনই হোক তাদের চালা-চামুণ্ডা হয় বদখদ। কানকাটা মজিদের এক চালা আমার পরিচিত। আমাকে বেশ মানো। সম্মান করে। তার নাম শাহজাহান। এই শাহজাহানকে দেখলে বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে ওঠে। ভয়ংকর চেহারা। চওড়া দেহ। ছয় ফুটের ওপর লম্বা। শুধু গলার স্বর চিকন। কথা বললে পাতার বাঁশির মতো হিস হিস শব্দ হয়। দেখলে মনে হবে সে এক টোকা দিয়ে মানুষ খুন করতে পারে। আসলে সে একটা তেলাপোকাও মারতে পারে না। তার প্রধান কাজ হচ্ছে কানকাটা

মজিদের হাত-পা টিপে দেয়া। মজিদের আশেপাশে থাকা আর তার ফুট-ফরমায়েশ খাটা। শাহজাহানের মন বেশ নরম।

এই শাহজাহানের সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ডিবি অফিসে। যেদিন থেকে আমি গায়ে জোব্বা আর মাথায় সিমাগ পরা শুরু করেছি, সেদিন থেকেই ডিবি অফিসের সাথে আমার এক অদ্ভুত সখ্য গড়ে উঠেছে। যখনই কোনো ডিবি অফিসারের বদলি হয় বা নতুন কেউ ডিবি অফিসে আসে অথবা চাপাতি দিয়ে দু-একজন নাস্তিক-মুরতাদকে কোপানো হয়। তখনই আমার তলব পরে। মাঝে মাঝে দু-একদিন সেখানেই কাটাতে হয়। ভালোই লাগে। আমি সেদিন ডিবির সেলে ঢুকে দেখি শাহজাহান বসে আছে। আমাকে দেখে হাসিমুখে, তার বাঁশির গলায়, বড় করে সালাম দিল।

আমিও হাসিমুখে সালামের উত্তর দিলাম। ডিবির সেলে যাদের রাখা হয় তারা সাধারণত খুব বিচলিত থাকে। তাদের চোখে থাকে ভয়। শাহজাহান এর তেমন কোনো বিচলিত ভাব নেই; বরং তাকে বেশ আনন্দিত মনে হলো। আমাকে দেখে তার আনন্দ আরও বেড়ে গেল। সে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলল :

ভাই সাহেব ভালো আছেন? আমি শাহজাহান।

আমি হাসিমুখে বললাম, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি।

যাক একা একা বৈশ্য ছিলাম ভালো লাগতেসিলো না। আপনে আসছেন এখন একটু বাতচিত কইরা সময় পার করা যাইব।

ঠিক আছে আপনি বাত করেন আমি একটু চিত হই।

হি হি—আমনে দেখি রসিক মানুষ। আপনার মতো এরকম একজন দাড়ি-টুপিওয়ালা মানুষের এইখানে আনসে ক্যান। চাপাতি দিয়ে কুপাকুপি করসেননি? হি হি।

শাহজাহান এই রসিকতা করতে পেরে খুব মজা পেয়েছে, সে শরীর দুলিয়ে হাসছে।

আমি কিছু বললাম না। মুচকি হাসলাম।

শাহজাহান বলল, কিছু মনে করলেন নাকি মিয়া ভাই?

কিছু মনে করি নাই।

যাক আলহামদুলিল্লাহ। ভাই সাহেবের নাম কী?

আব্দুল্লাহ।

সুন্দর নাম। আমার দাদাজানের নাম ছিল আব্দুল্লাহ।

আমি মুখে হাসির রেখা টেনে মাথা নাড়িলাম, তারপর জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে এখানে আটকে রেখেছে কেন?

শাহজাহানের মুখের হাসি প্রশস্ত করে গলার স্বর নিচু করে হিস হিস করে বলল, আর কইয়েন না। কুত্তার হাড়ি আনসিলাম। ভাগে একটু কম পড়ছে। এই জন্যে আটকাইয়া রাখসে। উস্তাদের কাছে খবর পাঠানো হইসে। তিনি আরও হাড়ির ব্যবস্থা করতেসে, সুতরাং টেনশন নাই। একটু পরই বাইর হইয়া যাব।

আপনার উস্তাদ তো সেই জিনিস। এইখানে হাড়ি বিলানো তো সহজ ব্যাপার না।

হাছা কইসেন ভাই। আমার উস্তাদের নাম শুনলে পোলাপাইন প্যান্টে পেশাব কইরা দেয়।

তাই নাকি? ভালো তো। কী নাম উনার।

তার নাম মজিদ। সবাই ডাকে কানকাটা মজিদ। উনার নাম তো শুনসেন অবশ্যই।

জি না শোনা হয় নাই।

আমার কথা শুনে শাহজাহানের ঙ্গ কুঞ্চিত হলো। কানকাটা মজিদকে না চেনাটা বড় অন্যায হয়েছে মনে হলো। সে তার বাঁশির মতো চিকন গলায় বলল,

আপনে হুজুর মানুষ। কথা বইলা ভালো লাগসে। নাইলে আপনার গালে এখন খাড়ার ওপর একটা থাবড়া বসাইতাম, উস্তাদরে চিনেন না। এই এলাকায় থাকেন ক্যামনে।

আমি হাসলাম। আমার ম্যানতা-মার্কী হাসি। নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হলো, এই ছয় ফিট লম্বা লোকটার থাবড়া খেতে হলো না। এটা অনেক বড় ব্যাপার।

আমি বললাম, দুঃখিত ভাই। উনাকে চিনতে পারি নাই। আপনি মনে কষ্ট নিয়েন না।

আচ্ছা মজিদ ভাইয়ের কি হাড্ডি নিয়ে নিজেই এখানে আসার কথা?

জি না। উস্তাদ আসবে কেন? লোক পাঠাবে। আর যারে পাঠানো হবে সেও এইখানে আসবে না। হাড্ডি ভাগাভাগি এই জায়গায় হয় না।

ও আচ্ছা।

মনে করেন, ওইখানে উস্তাদ হাড্ডি দিবো এইখানে তারা আমারে ছাইড়া দিবো।

আপনার উস্তাদ মনে হয় আজকে আর হাড্ডি পাঠাতে পারবে না ভাই। আপনার উস্তাদের কোনো একটা বিপদ হয়েছে।

কী বলেন এইসব আলতু-ফালতু কথা। এখন আসলেই আমনেরে খাবড়াইতে মনে চাইতেসে। শোনে, উস্তাদ একটা কথা কইসে কিন্তু করে নাই এইটা কোনোদিন হয় নাই। আধা ঘণ্টার মধ্যেই এরা আমারে ছাইড়া দিবো। যদি এরা আমারে না ছাড়ে আর আপনার কথা ঠিক হয় তাইলে আমি আপনার গোলাম হইয়া থাকমু সারাজীবন। এই জবান দিলাম। আর আধা ঘণ্টার মধ্যে যদি এরা আমারে ছাইরা দেয়। তাইলে আপনার পায়জামা খুইলা সেইটা দিয়া আমি পাগড়ি বানাইয়া, মাথায় পইরা এইখান দিয়া বাইর হমু।

আমি কিছু বললাম না। এই লোক তো বিপদে ফেলবে মনে হচ্ছে। আল্লাহ ভরসা।

সময় অনেক গড়িয়ে গেল। শাহজাহানকে উদ্ধার করতে কেউ এলো না। উস্তাদ নিশ্চই হাড্ডি পাঠাতে পারেনি। এরকম কখনো হয়নি। কানকাটা মজিদের সাথে যখন থেকে সে কাজ করেছে। এই রকম ছোটখাটো কারণে এক ঘণ্টার বেশি তাকে কোনো দিন হাজতে থাকতে হয়নি। কিন্তু আজকে তার উস্তাদের লোক তাকে উদ্ধার করতে আসেনি।

তখন মধ্যরাত। আমি ওজু করে আমার রবেবর সামনে দাঁড়িয়েছি। শাহজাহান পাশে বসে বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ এইভাবে তাকিয়ে থাকলে সালাত আদায়ে একাগ্রতা নষ্ট হয়। অদ্ভুত এক অস্বস্তি লাগে। এটা দূর করার অবশ্য একটা পদ্ধতি আছে। সেটা হলো সুন্দর তিলাওয়াতের সাথে বড় সূরা বুঝে বুঝে পড়া। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তার কালামকে বুঝে সুন্দর করে তিলাওয়াত করতে থাকলে কখন যে সেই সূরায় এবং রবেবর ভালোবাসায় ডুবে

যাওয়া যায়, তার ইয়ত্তা নেই। আমি সূরা বাকারাহ প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছি। তাই সূরা বাকারাহ দিয়েই দুই রাকাত নামাজ শেষ করলাম। নামাজের শেষ বৈঠকের পর সালাম ফিরানোর সাথে সাথে শাহজাহান বলল, ভাইজান।

জি বলুন।

সত্যি কইরা কন তো আপনি কী? আপনে কি মানুষ না জিন জাতি?

আমি হাসলাম হেসে জিঙ্গেস করলাম, কেন কী হয়েছে?

আপনে সাধারণ কোনো মানুষ না ভাই। আপনি ওয়ালি আল্লাহ।

আপনি এরকম বলছেন কেন? আমি খুবই সাধারণ একজন মানুষ।

আপনে কইলেই তো হইব না। আমি তো এখন ঠিকই বুঝতাসি। ভাই না বুঝা আপনার সাথে অনেক বেয়াদবি কইরা ফালাইসি। আমারে আপনে মাফ কইরা দেন। আপনেরে আমি উস্তাদ মানসি। কানকাটা মজিদ ভাই ছাড়া আমি আর কাউরে জীবনে উস্তাদ ডাকি নাই। এখন থেইকা আপনেরে ডাকবো।

আমাকে উস্তাদ ডাকা লাগবে না, আর আমি কোনো অসাধারণ কেউ না। আমি একজন সাধারণ মুসলমান।

নিজেরে লুকাইয়া লাভ নাই আমার কাছে ভাই। আমি আপনেরে চিনা ফালাইসি।

ভালো ভ্যাজালে পড়া গেছে। পীর-ফকিরের এই দেশে মানুষজন একটু হলেই আরেকজনকে পীর ভাবা শুরু করে। অসাধু ব্যবসার জন্যে এই জিনিস ভালো হলেও, এমনিতে এটা একটা ব্যাধি এই অঞ্চলের মানুষের। আমি শাহজাহানকে জিঙ্গেস করলাম, আমার সম্পর্কে আপনার এরকম উচ্চ ধারণা হবার কারণ কী?

শাহজাহান চারিপাশে তাকিয়ে তার বাঁশির মতো চিকন গলাকে আরও চিকন করে বলল,

ভাই আপনার কথা খাপে খাপে মিলা গেসে। উস্তাদ আজকে আমারে ছাড়াইতে লোক টাকা কিছুই পাঠায় নাই। এই রকম আমার পুরা জীবনে হয় নাই। এই প্রথম হইলো। এই ঘটনা যে ঘটবো এইটা আপনেই বুঝতে পারসেন। নিশ্চয়ই আপনে গায়েব দিয়ে খবর নিসিলেন। তবে এই ঘটনা সত্যি হওয়ার পর প্রথমে আমিও